আজকের কাগজ

তারিখ 06 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

দেশের একমাত্র বন বিদ্যালয়কে ধ্বংস করার পাঁয়তারা

কামকামুর রাজ্জাক রুনুঃ দেশের একমাত্র বন বিদ্যালয়কে ঘিরে এক গভীর ষড়যন্ত্রের কথা উন্মোচিত হয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর অবসরপ্রাপ্ত বন সংরক্ষক মকবুল হোসেন, প্রাক্তন সহকারী বন সংরক্ষক এ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন চৌধুরী ছাড়াও বন বিভাগের দশজন কর্মকর্তা সিলেট প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের কাছে এর বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। তারা উল্লেখ করেন কারিগরি শিক্ষা সংকোচনের উদ্দেশ্যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করার হীনস্বার্থে একটি মহল গোটা জাতিকে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে দেয়ার গোপন ষড়যন্ত্র এঁটে যাচ্ছে।

১৯৪৮ সালে ৩৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে সিলেটের মনোরম ছোট ছোট টিলা বেষ্টিত পরিবেশে তদানিন্তন সরকার "ইষ্ট পাকিস্তান ফরেষ্ট ইনস্টিটিটিউট" স্থাপন করেন। দেশ স্বাধীনের পর প্রতিষ্ঠানটি "বাংলাদেশ বন বিদ্যালয়" নামে অভিহিত হয়। নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক বছর মেয়াদী বন বিভাগে সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়। তখন থেকে এপর্যন্ত প্রায় দু' হাজার ফরেষ্টারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সিলেট বিমানবন্দর সড়কে অবস্থিত দেশের একমাত্র বন বিদ্যালয়

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনে দু'বছর মেয়াদী " ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্ট কোর্স চালু করা হয়। '৮৫ থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত ২শ' ৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী এখান থেকে "ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্ট" ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর থেকেই চক্রান্তের মাধ্যমে কোর্সটিতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বন্ধ রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করায় আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে আরো ৩ একর ভূমি নতুনভাবে অধিগ্রহণ করা হয়। ফাও, ইউএনডিপি ৯ কোটি ৪ লাখ টাকা উন্নয়ন কাজের জন্যে বরাদ্দ দিলেও এ পর্যন্ত ১ কোটি ৫৮ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়। ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্ট কোর্স বন্ধ রেখে নতুন করে প্রথমে ৩মাস ও পরে এটাকে ৪ মাস মেয়াদী নাম মাত্র একটি ফরেষ্ট গার্ড ট্রেনিং ব্যবস্থা নামে চালু করা হয়। বন কর্মকর্তারা এটাকে প্রহসন এবং মূল বিষয়কে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার নগ্ন ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেন।

এদিকে শুধুমাত্র ফরেষ্ট গার্ড পদের ট্রেনিং প্রথা চালু রেখে ডিপ্লোমা কোর্স চট্টগ্রামের নাসিরাবাদের কাছে ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। ঘর তৈরি হলেই তা স্থানান্তর হয়ে যাবে। বন কর্তারা এ সিদ্ধান্তকে আমলাতান্ত্রিক ও বিদ্বেষমূলক আচরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।